Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

৩১ আষাঢ় ১৪৩২

15 july 2025

বর্তমান

দলাদলিতে সময় নষ্ট না করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভিত মজবুত করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান দলদলিতে সময় নষ্ট না করে নিজেদের শিক্ষার ভিত মজবুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মেধা, জ্ঞান, দক্ষতা, ব্যবহার ও আচার-আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। আজ ১৪ জুলাই ২০২৫ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসবকথা বলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈশ্বিক ও আন্ত: ব্যক্তিক যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন, বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জনসহ উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের অনেক সুযোগ রয়েছে। এসব সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবেগড়ে উঠতে হবে। পিতা-মাতা ও সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংবাদ

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভিত মজবুত করার আহ্বান ঢাবি উপাচার্যের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান- দলাদলিতে সময় নষ্ট না করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজেদের শিক্ষার ভিত মজবুত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন- মেধা, জ্ঞান, দক্ষতা, ব্যবহার ও আচার-আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

গতকাল সোমবার ঢাবি'র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন বক্তব্য রাখেন।

ইত্তেফাক

ঢাবিতে সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি বিষয়ক কর্মশালা

সোশ্যাল মিডিয়া

■ প্রযুক্তি ডেস্ক

তরুণদের ডিজিটাল দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশে ডট ইনিশিয়েটিভ এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব বিকাশমূলক সংগঠন অ্যাস্পায়ার ইন্সটিটিউটের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'নেতৃত্ব ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি' শীর্ষক কর্মশালা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম সেশনটি পরিচালনা করেন ই-পাঠশালা বিডির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমরান হোসাইন খান। তিনি লিংকডইন প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা ও লিডারশিপ ব্র্যান্ডিং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন। দ্বিতীয় সেশনে যমুনা টেলিভিশনের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট মাহফুজ মিশু বলেন, 'আমরা কী শেয়ার করছি আর কী করছি না, সেটি খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। কারণ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিটি পদচিহ্ন ভবিষ্যতের জন্য খোলা থাকে। সচেতন ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।' এরপর কর্মাশালায় কর্মশালায় প্রশ্নোত্তর পর্ব, নেটওয়ার্কিং সেশন ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

ডট ইনিশিয়েটিভের প্রেসিডেন্ট কে এম ইমরুল হাসান জানান, 'ডট ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশি তরুণদের স্কিল, নেতৃত্ব ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে। শিক্ষা, দক্ষতা ও উদ্যোগ এই তিনটিই ভবিষ্যতের জন্য জরুরি।' সাধারণ সম্পাদক রাইয়ান ফেরদৌস বলেন, 'অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তা ও আগ্রহ আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে। এটি শুধু একটি কর্মশালা নয়, এটি নেতৃত্ব গঠনের একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ।' অ্যাস্পায়ার ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালাটি নতুন ও পুরোনো তরুণ নেতৃত্বের একটি মিলনমেলা হিসেবে কাজ করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, একসাথে কাজ করলে বড় পরিসরে প্রভাব তৈরি করা সম্ভব।

নয়া দিগন্ত

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন

রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রিটার্নিং কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সাথে দুই দফায় মতবিনিময় করেছেন। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দ্বিতীয় দফায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে রোববার অনুষ্ঠিত হয় প্রথম দফায় বৈঠক।

দ্বিতীয় দফার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন– রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ), অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম (উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ) এবং সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা নির্বাচনী প্রস্তুতি, প্রশাসনিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী পরামর্শ প্রদান করেন। রিটার্নিং কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের সুপারিশগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন এবং নির্বাচনের সার্বিক সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। বিজ্ঞপ্তি।

ইত্তেফাক

গতকাল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে 'জুলাই উইমেন্স ডে' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা —ইত্তেফাক

সমকাল

জুলাই উইমেন্স ডে

শহীদ মিনারে গানে গানে পুনর্জাগরণের অঙ্গীকার

সমকাল প্রতিবেদক

“আন্দোলনের নারীরা কেন মুখ লুকিয়ে ফেললেন, তা বোঝা দরকার
। শারমিন এস মুরশিদ উপদেষ্টা

শহীদ মিনারে গানে গানে

The Dhaka Tribune

A cultural program held to commemorate the July uprising at the Central Shaheed Minar yesterday AHADUL KARIM KHAN/DHAKA TRIBUNE

Cultural program commemorates July mass uprising at Shaheed Minar

Samsuddoza Nabab, DU

A cultural program titled "Mora Jhonjar Moto Uddam," a concert and a drone show were organized at the Shaheed Minar yesterday, as part of an initiative of a month-long series of programs to revive the memories of the July uprising.

The Ministry of Cultural Affairs, in collaboration with Bangladesh Shilpakala Academy with support from the Ministry of Women and Children Affairs and Dhaka University, held various events yesterday at the Central Shaheed Minar.

Cultural Affairs Adviser Mostofa Sarwar Farooki, Social Welfare and Women and Children Affairs Adviser Sharmeen Soneya Murshid, Law Adviser Asif Nazrul, Housing and Public Works Adviser Adilur Rahman Khan, Fisheries and Livestock Adviser Farida Akhter, and the ambassador of the Embassy of the Republic of Turkey in Dhaka, Ramis Şen, were present at the event.

DU Vice-Chancellor Dr Niaz Ahmed Khan, Cultural Affairs Secretary Md Mofidur Rahman, DU Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed, along with other government officials and representatives from several embassies, were also present at the event.

The event included a "July Women's Day" film screening, memory sharing by martyrs' families and July fighters, songs of July and a drone show.

The program began with the performance of the national anthem.

The national anthem was performed collectively by vocalists from Bangladesh Shilpakala Academy, the Music Department of Dhaka University, and popular singer Sayan.

Sayan also separately performed popular songs.

A documentary produced by the Ministry of Women and Children Affairs was screened in observance of "July Women's Day."

Following screenings included films "Dipak Kumar Goswami Speaking" and "July Bishad Sindhu."

Participants from the July uprising and members of martyrs' families shared their experiences.

The band Ila La La La La also performed at the event.

On July 14, 2024, female students from Dhaka University dormitories brought new life to the movement. This vivid moment was recreated above the Shaheed Minar through a drone show.

The first phase of the drone show depicted how Bangladesh reached the point of July.

The second phase showed how the mass uprising on July 14 marked the beginning of the uprising.

Additionally, many screens were set in the DU area to live broadcast the event.

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

গত বছরের ১৪ জুলাই রাত ১১টার দিকে হলগেটের তালা ভেঙে রাজপথে বেরিয়ে আসেন ঢাবির ছাত্রীরা। সোমবার রাতে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত ড্রোন শোতে ফুটিয়ে তোলা হয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রীদের যুক্ত হওয়ার দুঃসাহসিক সেই মুহূর্ত ● খবর পৃষ্ঠা ২ । প্রবা ফটো

ইত্তেফাক

গতকাল রাত ১০টায় জাতীয় শহিদ মিনারের ওপরে অনুষ্ঠিত হয় মিউজিক্যাল 'ড্রোন শো'। এতে ধাপে ধাপে দেখানো হয় কীভাবে বাংলাদেশ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে এসে পৌঁছাল

—আব্দুল গনি

প্রথম আলো

২০২৪ সালের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে আন্দোলনকারী ছাত্রীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ। সেদিন হামলার শিকার রক্তাক্ত এক ছাত্রীর এই ছবি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। 'জুলাই উইমেন্স ডে' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ড্রোন শোতে ফুটিয়ে তোলা হলো সেই ছবির প্রতিকৃতি। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : দীপু মালাকার

জুলাই উইমেন্স ডে

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছর পরও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি—এমনটাই মনে করছেন আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী এবং অংশগ্রহণকারী নারীরা। তাঁদের অভিযোগ, এখনো রাজনীতিতে নারীদের উপস্থিতি কেবল প্রতীকীভাবে মেনে নেওয়া হয়, মতামত ও মেধার মূল্য দেওয়া হয় না। বরং সামাজিক ও ডিজিটাল মাধ্যমে অবমাননার শিকার হতে হয় তাঁদের।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জুলাই উইমেনস ডে শিরোনামের এক বিশেষ আয়োজনে এসব অভিযোগ করেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা। আয়োজনে গান, চলচ্চিত্র, স্মৃতিচারণা ও ড্রোন শোর মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণ করা হয়। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণা করেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা। এ সময় নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেন তাঁরা। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক ও এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুম বলেন, চব্বিশের আগেও রাজনীতি করা নারীদের যে চোখে দেখা হতো, এখনো সেই চোখে দেখা হয়। জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া নারীদের 'পলিটিক্যাল মেয়ে' বলে আগের সরকারের আমলে ছোট করা হতো, এখনো তা করা হচ্ছে।

নুসরাত তাবাসসুম বলেন, রাজনীতিতে নারীদের শুধু মিছিলে, আন্দোলনে, ক্যামেরার সামনে দেখানোর জন্য আনা হয়। তাঁদের মেধার, তাঁদের মতামতের কোনো দাম নেই। তিনি বলেন, 'নারীদের কথা বলার লোকও নারীরা, শ্রোতাও নারীরা, এ রকমটা তাঁরা চান না।'

এ সময় জুলাই-পরবর্তী সময়ে যেসব নারী ধর্ষিত হয়েছেন, তাঁদের কথা তুলে ধরে জুলাই আন্দোলনে আহত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সোহাগী সামিয়া বলেন, যে গোষ্ঠী বেগম রোকেয়া, ইলা মিত্র, প্রীতিলতাকে লাঞ্ছিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার জন্য তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন। এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, দেশের সংগ্রামী নারীরা এখনো হাল ছেড়ে দেননি। যে নারীরা পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের লাঞ্ছিত করে, অপমান করে দমানো যাবে না।

জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাফসিন মেহনাজ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার দায় রয়েছে আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের কাঁধে। তাই কারও কটাক্ষ, গালি ও নেতিবাচক মন্তব্যকে আমলে নিয়ে পিছু হটা যাবে না। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এরপর মঞ্চে প্রদর্শিত হয় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রযোজিত তথ্যচিত্র *জুলাই উইমেন*।

তথ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে বিপ্লবী গান নিয়ে মঞ্চে ওঠেন কণ্ঠশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হলে ছাতা মাথায় গান শুরু করেন তিনি। 'জুলাইয়ের গল্প বলবো বন্ধু', 'এই মেয়ে শোন', 'আমার নাম প্যালেস্টাইন', 'ভয় বাংলায়'-এর মতো আন্দোলনমুখর গানগুলো পরিবেশন করেন তিনি। 'এই মেয়ে শোন' গান পরিবেশনের ফাঁকে তিনি বলেন, 'মেয়েদের জন্য রাতগুলো নিরাপদ করতে হবে। এই দাবি রাখলাম।'

রাত আটটায় জুলাইয়ের স্মৃতিচারণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস। জুলাইয়ের 'আসছে ফাগুনে আমরা হবো দ্বিগুণ' স্লোগানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা এখন শতগুণ, হাজার গুণ। দল থাকবে, মত থাকবে, ভিন্নমত থাকবে। তবে নারীর অবমাননা আর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আবারও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাব। কোনো দিন আর এই মাটিতে দ্বিতীয় স্বৈরাচারের আবির্ভাব হবে না।'

এ সময় শহীদ নাইমা সুলতানার মা আইনুন নাহার তাঁর মেয়ের স্মৃতি তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। আবেগঘন পরিবেশে উঠে আসে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, প্রতিবাদ এবং ত্যাগের গল্প। এরপর রাত সাড়ে আটটায় প্রদর্শন করা হয় চলচ্চিত্র— *জুলাই কন্যারা আমরা তোমাদের ভুলবো না* ও জুলাই অভ্যুত্থানে চোখ হারানো মাহবুব আলমের ওপর নির্মিত একটি চলচ্চিত্র।

এরপর জুলাই অভ্যুত্থানের স্লোগানের স্মৃতিচারণা করতে মঞ্চে ওঠেন আন্দোলনে অংশ নেওয়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না', 'এক দুই তিন চার, খুনি হাসিনা গদি ছাড়', 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার', 'দফা এক দাবি এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ', 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই' প্রভৃতি স্লোগানে জুলাইয়ের স্মৃতিচারণা করেন।

এরপর রাত সাড়ে নয়টায় প্রদর্শন করা হয় ছাত্রলীগের হামলায় নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদকে নিয়ে চলচ্চিত্র *ইউ ফেইলড টু কিল আবরার ফাহাদ*। চলচ্চিত্র প্রদর্শন শেষে কথা বলেন আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ। তিনি বলেন, আবরার ফাহাদকে নিয়ে এমন প্রামাণ্যচিত্র করার চেষ্টা কয়েক বছর আগেও করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার ও ছাত্রলীগের হুমকির কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি।

আবরার ফাইয়াজের বক্তব্য শেষে জুলাই অভ্যুত্থানে নিজের চোখ হারানোর ঘটনার বর্ণনা দেন গৃহিণী পারভিন। তাঁর বর্ণনায় আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'এখন আর কেউ ইব্রাহিমের মা কইয়া ডাকে না, ডাকে কানি বইলা।' পরে জুলাই স্মৃতিচারণা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বর্ণা রিয়া।

রাত ১০টার পরে মঞ্চে গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী পারসা মাহজাবীন। এরপর জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণা করেন আন্দোলনে আহত ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী সুমাইয়া, আন্দোলনে আহতদের নিয়ে কাজ করা চট্টগ্রামের বাসিন্দা কলি কায়েস, জুলাই আন্দোলনের নারায়ণগঞ্জের সংগঠক ফারহানা মানিক।

এরপর গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী এলিটা করিম ও ব্যান্ড এফ মাইনর। গান শেষে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিচারণা করেন জুলাই আন্দোলনের মাদারীপুরের নেত্রী আনিশা। এ সময় ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে আন্দোলনে আহত নারীরা বিচার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। এরপর যৌথভাবে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিচারণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মালিহা। এ সময় উমামা ফাতেমা বলেন, এই জুলাই শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের না, গুটিকয় সমন্বয়কের না। জুলাই সবার, সারা বাংলাদেশের। এরপর বিশেষ ড্রোন শো অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, গুম, খুনসহ গত ১৬ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

জুলাই অভ্যুত্থানে নারীর ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দুই দিবস ঘোষণা

প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ১৫ জুলাই ২০২৫, ০২: ২৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইল ছবি

জুলাই অভ্যুত্থানে নারী শিক্ষার্থীদের সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতি ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিশেষ দিবস ঘোষণা করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে রাজু ভাস্কর্যে 'জুলাই উইমেন্স ডে' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য এ ঘোষণা দেন।

উপাচার্য বলেন, প্রতিবছর ১৪ জুলাই 'নারী শিক্ষার্থী দিবস' এবং ১৭ জুলাই 'সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নারীরা সেদিন যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, এ ঘোষণা তারই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় জুলাই অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক নানা ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এ উপলক্ষে রাজু ভাস্কর্য, টিএসসি ও শামসুন্নাহার হলের সামনে শিক্ষার্থীদের উপভোগের জন্য বড় পর্দায় অডিও-ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয় এবং সর্বস্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ক্যাম্পাসজুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ড্রোন শো আয়োজন করা হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীর ভূমিকা স্মরণে 'ড্রোন শো'

প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আপডেট: ১৫ জুলাই ২০২৫, ০২: ৪৪

২০২৪ সালের ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা হলের তালা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন, যা জুলাই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হিসেবে বিবেচিত হয়। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছবি: দীপু মালাকার

ঢাকার রাতের আকাশ প্রত্যক্ষ করল আলোর বিপ্লব। 'জুলাই উইমেন্স ডে' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমী এক ড্রোন শো। দুই শ ড্রোনের আলো দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জুলাইয়ে নারীর অবদানের নানা প্রতীক ও বার্তা। সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমন দৃশ্য দেখা যায়। আলো-ছায়ার মাধ্যমে ফুটে ওঠে সাহস, সংগ্রাম আর স্মৃতির নানা গল্প।

'জুলাই উইমেন্স ডে' উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই বিশেষ আয়োজন উপলক্ষে রাজু ভাস্কর্য থেকে টিএসসি হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

২০২৪ সালের ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা হলের তালা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন, যা জুলাই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ড্রোন শোতে, '১৪ জুলাই', 'বিডিআর ম্যাসাকার', 'এনফোর্সড ডিসঅ্যাপেয়ারেন্স', 'শাপলা ম্যাসাকার', 'আবরার কিলিং: পরাধীনতার দিনগুলো', 'লাইলাতুল ইলেকশন', 'পোস্ট ডিলিট করো সমস্যা হবে', 'তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে', 'তুমি কে আমি কে?', 'জন্মভূমি অথবা মৃত্যু', 'আওয়াজ উঠা', 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে', 'শোনো মহাজন আমরা অনেকজন'সহ বিভিন্ন স্লোগান ও ঘটনা প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়।